আল্লাহর পথে দাওয়াত

- আমরা সৃষ্টি হয়েছি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। আর তা হবে আল্লাহর জন্যই ইখলাস এবং রসূল ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী।
- আমাদের উপর প্রথম ৪ ফরয হল ঃ ইল্ম, আমল, প্রচার ও এ সবের পথে ধৈর্য।
- সর্বপ্রথম আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সম্বন্ধে জানতে হবে। অতঃপর হালাল-হারামের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাওহীদের জ্ঞান লাভ করার পর আহকাম এবং তার পর ফাযায়েলের জ্ঞান লাভ করতে হবে।
- তাওহীদ কাকে বলে? তাওহীদ কয় প্রকার ও কি কি?
- কালেমা ত্বাইয়েবার সঠিক অর্থ কি? তার শর্তাবলী কি কি?
- আল্লাহ নিরাকার নন। তিনি সব জায়গায় নেই। তাঁকে পরকালে দেখা যাবে, তিনি আছেন আরশের উপরে।
- শির্ক কাকে বলে? শির্ক কয় প্রকার ও কি কি? মাযার, তাবীয প্রভৃতি কোন্ ধরনের শির্ক?
- মহানবী ﷺ-এর মান। তিনি গায়েব জানতেন না। তাঁর কথা অহী আমাদের অবশ্য মান্য। তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়।
- নিফাক বা মুনাফেকী কাকে বলে? নিফাক ই'তিকাদী ও নিফাকে আমালী কি?
- নামায না পড়লে কি মানুষ কাফের হয়ে যায়?
- সব ধরনের হাদীস মান্য নয়। কেবল সহীহ হাদীসই মান্য। হাদীস সহীহ হলে, তার অর্থ ভালোভাবে বুঝলে এবং তা রহিত (মনসুখ) নয় জানা গেলে সে হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজেব।
- আমরা সহীহ হাদীস অনুসারে নামায দুআ প্রভৃতি সকল প্রকার ইবাদত শিক্ষা দিব।
- সহীহ-হাদীস বিরোধী কোন কথা, মত ও পথ মানতে আমরা রাযী নই।
- বিদ্আত কাকে বলে? কোন শ্রেণীর কাজ বিদ্আত? বিদ্আতীর শাস্তি কি? বিদ্আতে সাইয়েআহ ও হাসানাহ বলে তার কোন ভাগ নেই। বরং কুল্লু বিদ্আতিন যালালাহ। (সর্বপ্রকার বিদআতই ভ্রষ্টতা।) বিদ্আতকে বিদআত দ্বারা খন্ডন করব না। বরং সুন্নাহই ব্যবহার করব। প্রচলিত বিদ্আত এবং বিশেষ করে বিবাহ ও মরণকালের বিভিন্ন বিদ্আতকে চিহ্নিত করব।
- মানুষের ঈমান, জান, জ্ঞান, মান ও ধন রক্ষা করার জন্য ইসলাম এসেছে পৃথিবীতে। এই পাঁচকে রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।
- পর্দাপ্রথা চালু করার ঘোর প্রচেষ্টা করব। এই প্রথা না মানার ফলে ইহ-পরকালের ক্ষতি মানুষের সামনে তুলে ধরব।
- ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে সচেতন করে ব্যভিচার তথা অবৈধ সম্পর্ক (ভালোবাসা)র পথ বন্ধ করব এবং সেই সাথে যৌতুক ও পণপ্রথা তুলে বৈধ ভালোবাসা তথা বিবাহের পথ সহজ করব।
- ইসলামী বিবাহের মাধ্যমে আমরা সুখী সংসার ও দাম্পত্য কায়েম করব। ইসলামী নির্দেশানুযায়ী সন্তান প্রতিপালন করব।
- সূদ, ঘুস, মদ, জুয়া প্রভৃতির অপকারিতা ও শাস্তি সম্পর্কে সচেতন করব।
- দাওয়াতের মূল টার্গেট হবে যুব-সমাজ। বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে।
- দাওয়াতে রাজনীতি থাকবে না। দাওয়াত শুরু হবে তাওহীদ দিয়ে।
- দাওয়াতে আমরা সরাসরি কোন ব্যক্তি বা জামাআতকে হামলা করব না।
- দাওয়াতে প্রথমে নিজেকে আদর্শরূপে গড়ে তুলে যা বলব তার উপর আগে নিজে আমল করব।
- ফললাভে তাড়াতাড়ি করব না।
- সুফল লাভের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে তওফীক চাইব।
- দাওয়াতে হিকমত ও নম্রতা অবলম্বন করব। কারো সাথে রাগারাগি করে তর্ক করব না। উগ্রপন্থা থেকে সুদূরে থাকব।
- কেউ আমাদের সমালোচনা করলে নরমভাবে জবাব দিব অথবা উপেক্ষা করব।
- দাওয়াতের জন্য বিশুদ্ধ বই-পুস্তক ও ক্যাসেট ব্যবহার করব। একটি লাইব্রেরী খুলব। নিয়মিত দর্স করব।
- সহীহ হাদীস মেনে চলেন এমন আলেম-উলামার পরামর্শ নিব প্রয়োজনে।
- মানুষের মন থেকে কুসংস্কার ও ভুল আকীদাহ দূর করে সংস্কার ও বিশুদ্ধ আকীদা বদ্ধমূল করব।
- মনে রাখতে হবে যে, ইসলামে সন্ত্রাস নেই। অপরকে কাফের বললে এবং সে প্রকৃতপক্ষে কাফের না হলে নিজেকে কাফের হতে হবে। অবশ্য প্রকৃত কাফেরকে কাফের মনে না করলেও কাফের হতে হবে। সুতরাং নির্দিষ্টভাবে কোন মুসলিমকে কাফের বলব না।

উপদেশনায় ঃ আব্দুল হামীদ মাদানী